নাগরিকত্ব আইন, ২০০৯ (খসড়া)

সংযোজনী -২

প্রস্তাবনা

যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের একত্রীকরণ এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন, পরিত্যাগ ও অবসান সম্পর্কিত একটি পূর্ণাংগ নতুন আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন -

(১) এই আইন নাগরিকত্ব আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ব্যখ্যা - (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) **"অবিভক্ত ভারত"** অর্থ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের (the Government of India Act, 1935) অধীনে সংজ্ঞায়িত ভারত;

(খ) **"কোম্পানী"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)-এর অধীন নিগমবন্ধ (incorporated) সংস্হা ;

(গ) **"নাগরিক"** অর্থ অত্র আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;

(ঘ) **"নাবালক"** অর্থ ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি;

(ঙ) **"নির্ধারিত"** অর্থ অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) **"সাবালক ও সমর্থ"** (full age and capacity) অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি নাবালক এবং অপ্রকৃতস্হ নন;

(ছ) **"পূর্বপুরুষ"** অর্থ কোন ব্যক্তির পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা মাতামহ অথবা প্রপিতামহ বা প্রপিতামহী অথবা প্রমাতামহ বা প্রমাতামহী;

(জ) **"বিদেশী"** অর্থ বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন ব্যক্তি;

(ঝ) **"ব্যক্তি"** অর্থ মানুষ (Natural Person), কিন্তু মানুষের কোন কোম্পানী বা সংঘ বা সমিতি, নিগমবন্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঞ) **"মিশন"** বলিতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/ডেপুটি হাইকমিশন/কনস্যুলেট ইত্যাদিকেও বুঝাইবে;

(ট) **"শিশু"** (infant) অর্থ অনুর্ধ্ব দুই বৎসর বয়সের শিশু;

(ঠ) **"শুরু"** অর্থ এই আইন বলবৎ হওয়ার দিন ; এবং

(ড) **"সচরাচর বসবাসকারী"** অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি সাধারণতঃ (usually) বাংলাদেশে একটি ঘোষিত ঠিকানায় বসবাস করেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বাংলাদেশে কাজ করেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি যিনি কোন নিবন্ধিত জাহাজ বা উড়োজাহাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা কোন দেশের সরকারী মালিকানাধীন অনিবন্ধিত জাহাজ বা উড়োজাহাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে জায়গায় ঐ জাহাজ বা উড়োজাহাজ নিবন্ধিত সেই জায়গায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা ক্ষেত্রমত, ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন শিশুর জন্মকালে যে নারীর গর্ভে উক্ত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি উক্ত শিশুর মাতা হইবেন এবং শিশুর জন্মকালে যিনি ঐ নারীর স্বামী ছিলেন, উহার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, তিনি উক্ত শিশুর পিতা হইবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের শুরুর অব্যবহিত পূর্বে The Citizenship Act,1951 (Act II of 1951) এবং The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (President Order No. 149 of 1972)-এর অধীনে নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব -

(১) উপ ধারা (৩)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, যদি তাহার পিতা বা মাতা -

(ক) এই আইনের শুরুতে বা পরে ; অথবা

(খ) ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ হইতে এই আইন বলবৎ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির জন্মকালে বাংলাদেশের নাগরিক হন বা থাকেন তাহা হইলে তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

(২) এই আইন শুরুর পর, কোন শিশু বাংলাদেশে পরিত্যক্ত অবস্হায় পাওয়া গেলে এবং যদি না সম্পূর্ণ বিপরীতে কিছু প্রকাশ পায়, উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তিনি

(ক) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(খ) জন্মকালে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন এমন পিতার ঔরষে বা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন না, যদি

(ক) জন্মের সময় তাহার মাতা বা পিতা বাংলাদেশে নিযুক্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন সার্বভৌম বিদেশী রাষ্ট্রের দূতের ন্যায় মামলা বা আইনী কার্যক্রম হইতে দায়মুক্তির সুবিধা ভোগ করেন এবং বাংলাদেশের নাগরিক না হন ; অথবা

(খ) তাহার মাতা বা পিতা বিদেশী শত্রু (enemy alien) হন এবং জন্মকালে যে এলাকা শত্রুর দখলে ছিল সে এলাকায় তাহার জন্ম হয়।

৪। বংশসূত্রে নাগরিকত্ব (by descent) -

কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের বাহিরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,

(১) ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ বা তৎপরবর্তী কোন সময়ে তাহার মাতা বা পিতা বংশসূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া থাকিলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন; অথবা

(২) এই আইনের শুরুতে বা পরে কোন সময় তাহার মাতা বা পিতা বংশসূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া থাকিলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

তবে শর্ত থাকে, কোন ব্যক্তির মাতা বা পিতা কেবল বংশসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবার কারণে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন না, যদি না

(ক) বাংলাদেশী কনস্যুলেট বা দূতাবাসে তাহার জন্মের এক বৎসর অথবা এই আইন বলবৎ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে, যাহা পরে ঘটে, এই জন্ম নিবন্ধন করা না হয় ; অথবা

(খ) তাহার মাতা বা পিতা তাহার জন্মকালে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে চাকুরীতে থাকেন।

৫। নিবন্ধন সূত্রে নাগরিকত্ব -

(১) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন সাবালক এবং সমর্থ ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে, যদি

(ক) তাহার পূর্বপুরুষ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন; এবং

(খ) তিনি বাংলাদেশের একজন সাধারণ নিবাসী হন এবং আবেদনপত্র দাখিলের অব্যবহিত পূর্বে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন; এবং

(গ) তিনি বাংলাদেশের স্হায়ী নিবাসের সনদ অর্জন করেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, যদি সন্তুষ্ট হয়, নিবন্ধনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জনের আবেদনকারী কোন ব্যক্তিকে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক স্হায়ী নিবাসের সনদ অর্জন হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিককে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৬। দেশীয়করণের (Naturalization) মাধ্যমে নাগরিকত্ব -

(১) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন সাবালক এবং সমর্থ ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যাহাকে (The Naturalization Act, 1926)-এর অধীনে দেশীয়করণ-সনদ (naturalization certificate) প্রদান করা হইয়াছে, দেশীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(ক) সরকার বাংলাদেশে বৈধভাবে বসবাসকারী কোন আবেদনকারী ব্যক্তিকে দেশীয়করণ-সনদ অর্জনের পূর্ব শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিতে পারিবে; বা

(খ) সরকারের নিকট যে ক্ষেত্রে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী কোন ব্যক্তি বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকর্ম, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে দেশীয়করণ-সনদ অর্জনের পূর্ব শর্ত শিথিল করিয়া সরকার তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন বিদেশী ব্যক্তি নির্ধারিত অংকে বৈদেশিক মুদ্রায় বা বৈদেশিক মূলধন যন্ত্রপাতি বা উভয় প্রকারেই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেন বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও অংকে বাংলাদেশের কোন কোম্পানীতে বিনিয়োগ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশে নির্ধারিত সময়কাল অবস্হান করেন এবং যথাসময়ে বাংলাদেশে স্হায়ী নিবাস (Domicile) অর্জন করেন, তিনি এই ধারার অধীনে নাগরিকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত, তাহাকে বাংলাদেশের একজন সচরাচর অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

৭। বৈবাহিক সূত্রে নাগরিকত্ব - সরকার বাংলাদেশের কোন নাগরিকের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অন্যূন তিন বৎসর বাংলাদেশে নিরবিচ্ছন্নভাবে বসবাস করিতে হইবে।

৮। ভূখন্ড সংযোজনের মাধ্যমে অর্জিত নাগরিকত্ব - কোন ভূখন্ড বাংলাদেশের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইলে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে সেই সকল ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন যাহারা উক্ত ভূখন্ডের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন এবং আদেশে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত তারিখ হইতে ঐ সকল ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

৯। স্হায়ী নিবাসের সনদ - সরকার, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উক্ত ব্যক্তি আবেদনের পূর্বে অনূর্ধ্ব এক বৎসর নিরবিচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশে বসবাস করিয়াছেন এবং স্থায়ী নিবাসের সনদ অর্জন করিয়াছেন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে স্হায়ী নিবাসের সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

১০। নিবন্ধন এবং দেশীয়করণের মাধ্যমে অর্জিত নাগরিকত্বের কার্যকরিতা - নিবন্ধন বা দেশীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি নিবন্ধনের তারিখ হইতে বাংলাদেশর নাগরিক হইবেন।

১১। নিবন্ধন বহি - যে সকল ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা দেশীয়করণসূত্রে বা বৈবাহিকসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় তাহাদের জন্য নির্ধরিত ফরমে একটি নিবন্ধন-বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২। নিবন্ধনের সনদ - এই আইনের ধারা ৫ বা ৬ বা ৭-এর অধীনে যিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত হন সরকার তাহাকে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধনের সনদ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধনের সনদ ইস্যু করা হইবে না, যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি নিম্ন তফসিল অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করেন এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

১৩। সংশয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নাগরিকের সনদ - কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনক্রমে সরকার এই মর্মে তাহাকে একটি সনদ প্রদান করিতে পারিবে যে তিনি সনদে উল্লিখিত তারিখ হইতে বাংলাদেশের নাগরিক এবং উক্তরূপ প্রদত্ত সনদ এই বিষয়ের উপর চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ ব্যক্তি সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ প্রতারণা বা মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন বা কোন তথ্য গোপন করেন তাহা হইলে প্রদত্ত সনদ বাতিল হইবে।

অধ্যায়-৩
নাগরিকত্বের পরিসমাপ্তি

১৪। নাগরিকত্ব পরিত্যাগ -

(১) কোন সুস্থ মস্তিস্ক পূর্ণবয়স্ক নাগরিক হলফনামার দ্বারা তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা করিলে, উক্তরূপ ঘোষণা সরকার নিবন্ধন করিবেন এবং এইরূপ নিবন্ধনের পর উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিকত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালীন সময়ে এইরূপ ঘোষণার নিবন্ধন স্থগিত থাকিবে।

আরো শর্ত থাকে যে, অত্র আইনের ১১ ধারার অধীনে উক্ত ব্যক্তির কাছে কোন নিবন্ধনের সনদ থাকিলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন বহিতে তাহার নাগরিকত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা নিবন্ধনের পূর্বে সনদটি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা(১)-এর বিধানমতে যদি কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অবসান ঘটে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটি নাবালক সন্তানেরও নাগরিকত্বের অবসান ঘটিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন নাবালক সাবালকত্ব অর্জনের এক বৎছরের মধ্যে সরকার বরাবর তাহার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং সরকার আবেদনটি বিবেচনান্তে তাহার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

(৩)এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন মহিলা, যিনি বিবাহিত আছেন বা বিবাহিত ছিলেন, তিনি পূর্ণবয়স্ক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৫। নাগরিকত্বের অবসান -

(১) উপ-ধারা (২) বা (৩) বা উভয় উপ-ধারার অধীনে সরকারী আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিলে নিবন্ধনসূত্রে বা দেশীয়করণসূত্রে অর্জিত নাগরিকত্বের অবসান ঘটিবে।

(২) এই ধারার বিধান অনুসারে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, The Naturalization Act, 1926 (Act VII of 1926)-এর অধীনে কোন ব্যক্তি তাহার স্থায়ী নিবাসের সনদ বা দেশীয়করণ-সনদ প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা কোন সংশ্লিষ্ট তথ্য গোপন করিয়া অর্জন

করিয়াছেন বা তাহার দেশীয়করণ-সনদ বাতিল করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সরকার আদেশ দ্বারা তাহার দেশীয়করণসূত্রে বা নিবন্ধনসূত্রে অর্জিত নাগরিকত্বের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৩) কোন নাগরিক সম্পর্কে এই ধারায় উলিখিত বিধান অনুসারে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) তিনি কোন কাজে, কথায় বা আচরণে বাংলাদেশর সার্বভৌমত্ব বা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যহীনতা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তিনি আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সাধনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ হইয়াছেন; অথবা

(খ) বাংলাদেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তিনি শত্রুর সহিত ব্যবসায় বা যোগাযোগ স্থাপন করিয়ছিলেন বা করিয়াছেন অথবা এমন কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন যাহা তাহার জ্ঞাতসারে এমনরূপে পরিচালিত হইতেছিল যাহা ঐ যুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করিয়াছে; অথবা

(গ) তিনি নিবন্ধন বা দেশীয়করণের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশে দুই বৎসরের অধিক মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়াছেন;

তাহা হইলে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আদেশ দ্বারা দেশীয়করণসূত্রে বা নিবন্ধনসূত্রে তাহার অর্জিত নাগরিকত্বের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৪) একনাগাড়ে দশ বৎসর বা তাহার অধিককাল বাংলাদেশর বাহিরে অবস্থান করিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনসূত্রে বা দেশীয়করণ সূত্রে অর্জিত নাগরিকত্বের অবসান করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে , উক্ত সময়কাল নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সময় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না:

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি বা বাংলাদেশর প্রতিনিধি বা তাহার পরিবারের সদস্য (স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি) হিসাবে বিদেশ অবস্থানকাল;

(খ) কার্যোপলক্ষে বা স্বাস্থ্যগত কারণে বিদেশে অবস্থানকাল;

(গ) বিদেশে অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকাল;

(ঘ) নাগরিক হিসাবে গণ্য একজন বাংলাদেশের নাগরিকের নিজ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত বিদেশে অবস্থানকাল; এবং

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিদেশে অবস্থানকাল।

অধ্যায়-৪
বিবিধ

১৭। ক্ষমতা অর্পণ - সরকার এই আইনের ধারা ১৪ এবং ধারা ১৯ ব্যতীত অন্যান্য যে কোন ধারায় সরকারকে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮। অপরাধসমূহ - কোন ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কোন মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করিলে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা - সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ জারী করিয়া এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। নির্ভরযোগ্য পাঠ - ইংরেজীতে অনূদিত এই আইনের একটি নির্ভরযোগ্য ও অনুমোদিত পাঠ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। রহিতকরণ - এই আইন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে The Citizenship Act,1951 (Act II of 1951) এবং The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (President Order No. 149 of 1972) রহিত হইবে। উক্তরূপ রহিতকরণ সত্বেও বর্ণিত আইন দুইটির অধীন গৃহীত ব্যবস্থা এ আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল
[ধরা ১১]

আমি, ... , পিতা ... ...

সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আমার নিজ দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিলাম এবং বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।